বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ খ্রি:

প্রধান উপদেষ্টা : **জনাব আ.ক.ম মোজ্জাম্মেল হক, এম.পি**
মাননীয় মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্দেশনায় : জনাব ইসরাত চৌধুরী
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **জনাব এস এম মাহাবুবুর রহমান**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

সার্বিক সহযোগিতায় : **জনাব মোঃ আছির উদ্দীন সরদার**, পরিচালক (শিল্প ও বাণিজ্য), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
তরফদার মোঃ আক্তার জামীল, সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কল্যাণ)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: **জনাব জামিল আহমদ**, উপ-ব্যবস্থাপক (শিল্প ও বাণিজ্য)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব ফয়েজ আহমেদ খান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন বিভাগ
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব মোঃ আবুল হোসেন গাজী, সহকারী প্রধান নিরীক্ষক
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, সহকারী প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: বেগম শাহনাজ পারভীন, বেসিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: কাজী নাজমুল হক, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: শেখ গোলাম সরোয়ার, সহকারী প্রোগ্রোমার (আইসিটি), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, বেসিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব মোঃ আবদুল মবিন সরকার, সহকারী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব মোঃ আইয়ুব খান, সহকারী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

: জনাব মোঃ রবিউল আলম, অফিস সহকারী গ্রেড-১ কাম কম্পিউটার অপারেটর
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি:

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এম.পি
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাঙালি জাতির জন্য যে উন্নত জীবনের কথা ভেবেছিলেন, তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৬ ও ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে 'এ' শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের/পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার পরিমাণ ১৯,৮০০/-টাকা থেকে ৪৫,০০০/-টাকায়, 'বি' শ্রেণির ১৪,২৪১/-টাকা থেকে ৩৫,০০০/-টাকায়, 'সি' শ্রেণির ৯,৪৫০/-টাকা থেকে ৩০,০০০/-টাকায়, 'ডি' শ্রেণির ৮,১০০/-টাকা থেকে ২৭,০০০/-টাকায়, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ৮,১০০/-টাকা হতে ৩০,০০০/-টাকায় এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ৭,০২০/-টাকা হতে ৩০,০০০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

এছাড়া ০৭ জন শহিদ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারকে প্রদত্ত ১১,২৫০/-(নির্ধারিত) থেকে বর্তমানে ৩৫,০০০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বীর উত্তম-২৫,০০০/-টাকা, বীর বিক্রম-২০,০০০/-টাকা এবং বীর প্রতীক-কে মাসিক ২০,০০০/-টাকা হারে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে স্বল্পমূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ছাত্র-বৃত্তি প্রদান, উৎসব বোনাস, শিক্ষা ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা (দেশে/বিদেশে) কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, মৃত দেহ দাফন/সৎকার, পানির বিল, নিজস্ব থাকার বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধাসহ পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে । ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩ প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

২৭/৮/২৩

(আ.ক. ম মোজাম্মেল হক, এম.পি)

ইসরাত চৌধুরী
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম ও সাফল্য নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সামগ্রিক কার্যক্রম ও হালনাগাদ তথ্যাদি সকলকে অবহিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের আর্দশ ও চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে জাতীয় জীবনের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভুক্ত সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাহী কমিটির সার্বিক নির্দেশনায় ও পরামর্শে এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সার্বিক কার্যক্রম বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার প্রত্যাশা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আগামিতেও দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের উদ্যমী কর্মপ্রয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ইসরাত চৌধুরী ২২/০৮/২০২৩

এস এম মাহাবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন কোনো প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনের একটি তথ্যভিত্তিক দলিল। এটি বছরওয়ারী সামগ্রিক কর্মকান্ডের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে জনসাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও উন্নয়নের গতিশীলতা প্রকাশ করে। সে লক্ষ্যেই বাংলাদশে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের গৃহীত কর্মসূচি ও অর্জন নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩ প্রকাশ করা হলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৯৪/১৯৭২ বলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার পরিবারবর্গের (সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কিলোফ্লাইট, আনসার বাহিনীর সদস্য) সার্বিক কল্যাণে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রদত্ত সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ছাত্র-বৃত্তি, উৎসব বোনাস, শিক্ষা ভাতা, বিবাহ ভাতা, দেশে/বিদেশে চিকিৎসা সুবিধা, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, দাফন/সৎকার, পানি ও পয়:নিষ্কাশন বিল, নিজস্ব থাকার বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা প্রদানসহ পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে 'Bangladesh (Freedom Fighter) Welfare Trust Order, 1972 যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮' গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, চাকুরি প্রবিধানমালা এবং কল্যাণ প্রবিধানমালা যুগোপযোগী ও হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে গত অর্থবছরে ট্রাস্টের পুঞ্জীভূত আয়ের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অডিট আপত্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেয়েছে। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাসহ সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে।

গত ২ বৎসরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সার্বিক উন্নয়ন

বিষয়			বিবরণ
(ক)	ট্রাস্টের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন।	:	২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় ট্রাস্টের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২,৫২,২০,০৯৪/-(একশত বিরানব্বই কোটি বায়ান্ন লক্ষ বিশ হাজার চুরানব্বই) কোটি টাকার স্থলে বর্তমানে ৭৫৩,০৮,৮৭,৪২২/-(সাতশত তেপ্পান্ন কোটি আট লক্ষ সাতাশি হাজার চারশত বিয়াল্লিশ) টাকা হয়েছে। অর্থাৎ গত ২ বছরে পুজি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৬০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।
(খ)	অবৈধ দখলে থাকা ট্রাস্টের সম্পত্তি উদ্ধার।	:	প্রায় ৩৬ থেকে ৫১ বছর বেদখলে থাকা ট্রাস্টের ২০.৭৮ একর (৬৩ বিঘা) সম্পত্তি বিগত ২ বছরে উদ্ধার করা হয়েছে। যার মূল্য ১২০০ কোটি টাকারও বেশি।
(গ)	সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিকরণ	:	নিয়মিত যোগাযোগ ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ফলে বিগত ২ বছরে জমি সংক্রান্ত ১২টি মামলায় ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়েছে, আরো ২টি মামলা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চুড়ান্ত পর্যায়ে।
(ঘ)	১৯৭২ সনের পর হতে পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।	:	০১-০১-২০২১খ্রি. তারিখে অডিট আপত্তি ছিল- ১,৬৪২ টি বিগত ২ বছরে নিষ্পত্তি হয়েছে- (৭৭৫+১১০+১৭৮+৪+৪৩৭)= ১,৫০৪ টি ৩০-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখ অনিষ্পন্ন অডিটের সংখ্যা ১৩৮ টি ০৩/১০/২০২৩ খ্রি: তারিখে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৫ টি ০৩/১০/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১২৩ টি নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির আর্থিক সংশ্লেষ ৩৭০.০৩ কোটি টাকা।

(ঙ)	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি খাতে পুজি বৃদ্ধি:	:	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি: ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি খাতে স্থিতি ছিল-৪৩,১৮,২৬,৭৬১/-(তেতাল্লিশ কোটি আঠারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত একষটি) টাকা বর্তমানে স্থিতি ১৫২,৬৬,৩৮,৫০৩/-(একশত বায়ন্ন কোটি ছেষট্টি লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত তিন) টাকা। বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি বৃদ্ধির চিত্র নিম্নরুপ :

ক্র: নং	বৃত্তির ধরণ	পূর্বের হার (২০২০ সন)	বর্তমান হার (২০২৩ সন)
(ক)	সাধারণ শিক্ষায় মাসিক বৃত্তি	১০০০/- টাকা	৩,০০০/- টাকা
(খ)	ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় মাসিক বৃত্তি	১,৫০০/- টাকা	৩,৫০০/- টাকা
(গ)	পি এইচ ডি বৃত্তি (মাসিক)	২০,০০০/- টাকা	৪০,০০০/- টাকা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রণীত স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট একনিষ্ঠভাবে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২-২০২৩ প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এস এম মাহাবুবুর রহমান

সূচিপত্র

ক্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ইতিহাস	৮
২.	ভিশন ও মিশন	৮
৩.	ট্রাস্টের কার্যাবলি	৮-৯
৪.	অবৈধ দখল থেকে জমি উদ্ধার সংক্রান্ত তথ্যাদি	৯
৫.	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র	১০-৩৩
৬.	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের প্রদত্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা	৩৪-৩৬
০৭.	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান	৩৭
০৮.	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ট্রাস্টের আয়-ব্যয়ের বিবরণী	৩৭
০৯.	ট্রাস্টের ব্যাংক ঋণ মওকুফ	৩৭
১০.	১৯৭২-জুন ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	৩৮
১১.	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আইডি কার্ড প্রদান	৩৯
১২.	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যয় বিবরণী	৩৯
১৩.	সেবা সহজিকরণ	৩৯
১৪.	ট্রাস্টের মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪০-৪২
১৫.	মহান মুক্তিযুদ্ধের কিছু স্থির চিত্র	৪৩-৪৪

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ইতিহাস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের কল্যাণ সাধনকল্পে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৯টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৮টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ঢাকাস্থ এলিফ্যান্ট রোডে অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে আরও ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টকে প্রদান করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট নিজস্ব উদ্যোগে ৩টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ট্রাস্টের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/প্লট সংখ্যা ৩৩টি। ১৯৮৬ সালে এলিফ্যান্ট রোড থেকে অস্থায়ী কার্যালয়টি ৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব 'স্বাধীনতা ভবন' এ স্থানান্তর করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৪/১৯৭২ বলে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধনকল্পে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৪/১৯৭২ পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ ট্রাস্টি বোর্ড। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুকরণ, বিকল্প ব্যবহারসহ সার্বিক তদারকির জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভিশন ও মিশন

ভিশন: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভূক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

মিশন: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভূক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি:

- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮ এবং সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ-২০২১ অনুযায়ী শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি ভাতা, উৎসব ভাতা বা অন্য কোনো ভাতা, সম্মানি বা সুবিধা প্রদান;
- ট্রাস্টকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ও সামর্থবান করার জন্য ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং সম্পত্তি অর্জনের যাবতীয় কাযক্রম গ্রহণ;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;

- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সুবিধাভোগী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের রেশন সুবিধাসহ প্রদান;
- ট্রাস্টের অর্থ ও তহবিল বিনিয়োগ এবং প্রয়োজনবোধে বিনিয়োগ পরিবর্তন;
- স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ ;
- ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও উহার ব্যবস্থাপনা; এবং
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যেকোনো প্রয়োজীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সম্পত্তি উদ্ধার

২০২২-২৩ অর্থবছরে অবৈধ দখলে থাকা ট্রাস্টের ২০.৬৯০৭ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে, যার মূল্য আনুমানিক ১২০০.০০ (এক হাজার দুইশত) কোটি টাকারও বেশী।

ক্রমিক	উদ্ধারকৃত সম্পত্তির বিবরণ	উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ
১.	ঢাকার টিকাটুলিস্থ হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস এর অফিস বাড়ি	২৬.৯২ শতক
২.	ঢাকার টিকাটুলিস্থ হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস এর স্কুল বাড়ি	১৪.০০ শতক
৩.	ঢাকার টিকাটুলিস্থ হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস এর (৪ নং শ্রমিক কলোনী)	৪৫.৯৫ শতক
৪.	১/৬ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুরের বাড়ি	২০.২০ শতক
৫.	চট্টগ্রামস্থ ইস্টার্ন কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ লি:	১০.০১ একর
৬.	চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাটে অবস্থিত মালটিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট	৫.০৬ একর
৭.	ঢাকার মিরপুরস্থ তাবানী বেভারেজ কোম্পানি লি: এর জায়গা	৩২.০০ শতক
৮.	পারুমা (ইস্টার্ন) লি:, পোস্তগোলা, ঢাকা	৪.২৩ একর
	মোট উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ	**২০.৬৯০৭ একর**
৯.	মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ এর ফ্ল্যাট উদ্ধার	১৩টি
১০.	অবৈধ দখলে থাকা গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান উদ্ধার	১০ টি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র:

ঢাকা জেলা

০১। **স্বাধীনতা ভবন** (প্রধান কার্যালয়) : জমির পরিমাণ ১৩.০০ শতক। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলার সম্পূর্ণ এবং ২য় তলার আংশিক ট্রাস্টের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২য় তলার আংশিক এবং নীচ তলার সম্পূর্ণ অংশ ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। ভবনটি ভাঙ্গা ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। ২০২১ সালে মেরামত ও রং করে ব্যবহারের উপযোগী ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।

ডিসেম্বর-২০২০ সালের জরাজীর্ণ ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় স্বাধীনতা ভবন

বর্তমান ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় স্বাধীনতা ভবন

০২। **গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স (পুরাতন নাম: গুলিস্তান ও নাজ সিনেমা হল):** ০২ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬১.৪০ শতক। উক্ত স্থানে বিটি পদ্ধতিতে (নির্মাণ ও হস্তান্তর) ০২টি বেইজমেন্টসহ ২০ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২০০১ সালে ডেভেলপার দি ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ-এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৮ সাল পর্যন্ত ০২টি বেইজমেন্টসহ ৯তলা নির্মাণ সম্পন্ন এবং ১০ম ও ১১তম তলায় শুধুমাত্র কাঠামো নির্মাণ করা হয়। উক্ত স্থানে বর্তমানে ১০৭৪টি দোকান রয়েছে। গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ (উর্ধমুখী সম্প্রসারণসহ আনুষঙ্গিক সকল কাজ) সম্পাদনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের আলোকে গত ২৬/০৪/২০২২খ্রি: তারিখে পূর্বতন ডেভেলপার দি ওয়েস্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারস লিঃ-এর সাথে সম্পূরক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৬ তলার ছাদ নির্মাণ কাজ আপাতত: বন্ধ রয়েছে। সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর ১৬ তলার ছাদ ঢালাই করা হবে।

২০০৭ সালে নির্মাণ কাজ বন্ধ হওয়ার পর গুলিস্তান কমপ্লেক্স ভবন

২০২৩ সালে সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণাধীন গুলিস্তান কমপ্লেক্স ভবন

০৩। **পুর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন:** ৪৭ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১৪.৮৭ শতক। বর্তমানে ডিজেল ও অকটেন বিক্রি করা হচ্ছে। আয় বৃদ্ধির জন্য এলপিজি স্থাপন ও সার্ভিস সেন্টার আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

পূর্বের অবস্থা

আধুনিকায়নের কাজ চলমান

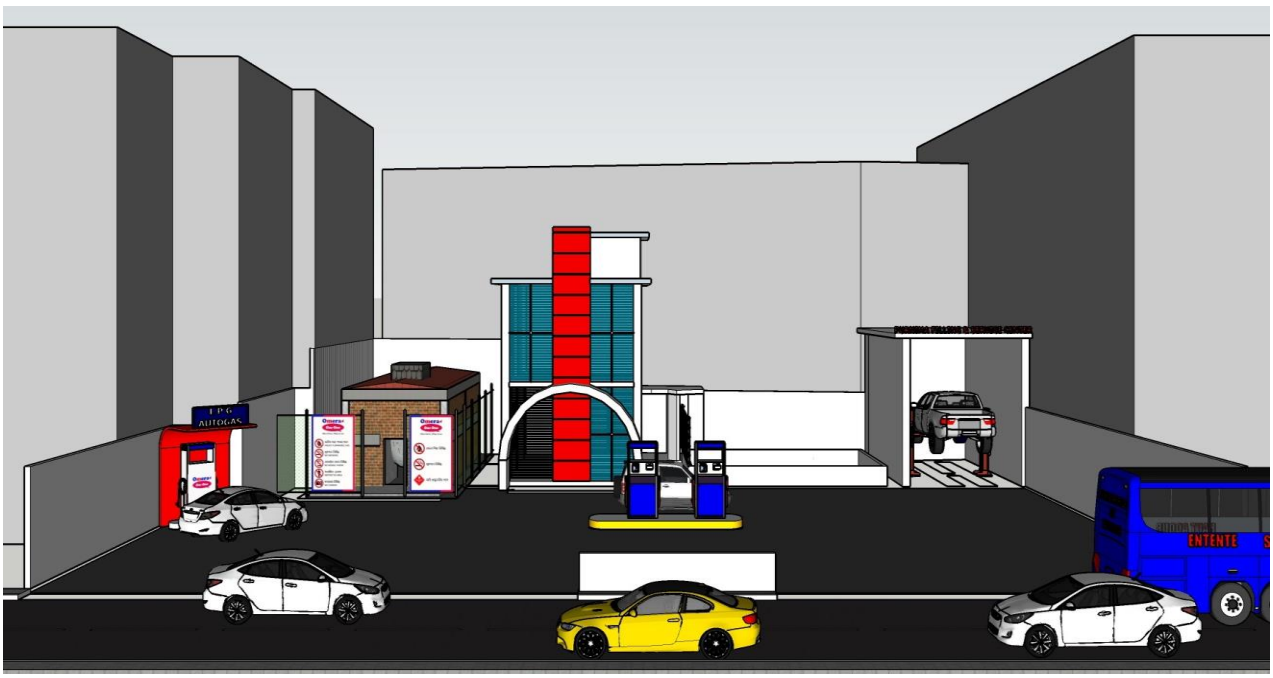

আধুনিকায়নাধীন পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন

০৪। মুন কমপ্লেক্স: ১১ ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬২.০০ শতক। নির্মাণাধীন ভবন। উক্ত স্থানে বিটি পদ্ধতিতে (নির্মাণ ও হস্তান্তর) ১০ তলার ভিত্তিসহ ০৭তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২০০১ সালে ডেভেলপারের সাথে চুক্তি হয়। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১টি বেইজমেন্টসহ ০৫তলা পর্যন্ত সম্পন্ন এবং ৬ষ্ঠ তলার কাঠামো নির্মিত হয়েছে। দীর্ঘ ১৮ বছর পর জটিলতা নিরসন করে ভবনের মেরামত ও উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ শুরুর পূর্বে মুন কমপ্লেক্স

মুন কমপ্লেক্স

২০২৩ সালে সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ চলমান

০৫। **মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১:** ১/১, ১/২, ১/৩ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।জমির পরিমাণ-৬৯.৭০ শতক। উক্ত জায়গায় যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য সরকারি অর্থায়নে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে ৭ম থেকে ১৩তম তলা পর্যন্ত ৮৪টি ফ্ল্যাট আছে। ভবনের সংস্কার কাজসহ রংকরণ কাজ করা হয়েছে।

সংস্কারের পূর্বে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১

সংস্কারের পর মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১

০৬। ১/৬ গজনবি রোড: মোহাম্মদপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২০.২০ শতক। উক্ত জমিতে শেয়ারিং পদ্ধতিতে (ট্রাস্টের শেয়ার ৫৪% ও সাইনিং মানি ৩.৮০ কোটি টাকা) বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডেভেলপার কর্তৃক নক্সা অনুমোদনের জন্য রাজউক-এ দাখিল প্রক্রিয়াধীন।

১/৬ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৫২ বছর পর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ

প্রস্তাবিত বহুতল ভবনের নক্সা

০৭। **রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট:** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস) ৪৩, ৪৩/১, ৪৩/২ ও ৪৩/৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৩.৮২ একর। উক্ত স্থানে ১৯৯৫ সালে রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট নামে আধা-পাকা টিনসেড মার্কেট নির্মাণ করা হয়। উক্ত মার্কেটে ৩৫ বর্গফুট আকারের ১৭৯৫টি দোকান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৫ তলা মার্কেট-কাম-বহুতল বাণিজ্যিক নির্মাণের নক্সা প্রক্রিয়াধীন।

রাজধানী সুপার মার্কেট

২৫ তলা মার্কেট-কাম-বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

০৮। **অফিস বাড়ি:** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) ৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২৬.৯৫ শতক। ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য মদিনা ডেভেলপমেন্টস লিঃ-এর সাথে ১৮/১০/২০১৮ খ্রি: তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। গত ৩১/০৭/২০২২ খ্রি: তারিখে ৪৬ বছর পর উক্ত জায়গায় বসবাসরত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে জায়গাটি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে এনে ডেভেলপারকে জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণের নক্সা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের পূর্বের অবস্থা

৪৬ বছর পর অবৈধ দখল উচ্ছেদ

বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

০৯। **স্কুল বাড়ি** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): ২৯/২ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ-১৪.০০ শতক। ৪৬ বছর পর গত ০৫/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

অবৈধ দখলে থাকা স্কুল বাড়ি

অবৈধ দখল উচ্ছেদের পর স্কুল বাড়ি

বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

১০। হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস (৪ নং শ্রমিক কলোনি): ২৮/২, কে এম দাস লেন, টিকাটুলি, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৪৫.৯৫ শতক। **দীর্ঘ ৪৬ বছর পর** গত ২৪/০৮/২০২৩ খ্রি: তারিখে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠানটি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। উক্ত জায়গায় ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা নিরসনের জন্য ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ১০ তলা ফাউনেন্ডশনের ব্যবস্থা রেখে আপাতত: ০৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণের বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

অবৈধ দখলে থাকা ৪ নং শ্রমিক কলোনি

অবৈধ দখল উচ্ছেদের পর ৪ নং শ্রমিক কলোনি

আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

১১। **পুরাতন তাবানি (প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ ভবন)** (মিরপুরস্থ তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ-এর জায়গা): ২৫৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-১.০০ একর। ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের অফিস করার জন্য ১৩ তলা বিশিষ্ট **'মুক্তিযুদ্ধ ভবন'** নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই করা হয়েছে এবং ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বর্তমান ভবনের অবস্থা

ভিতরের ছবি

মুক্তিযুদ্ধ ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

১২। মেটাল প্যাকেজেস লিঃ: ১৫৫-১৫৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২.০০ একর। ১৯৯৫ সালে জমিটি ভাড়া দেয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন ভাড়া বকেয়া ছিল। সম্প্রতি বকেয়া ভাড়া বাবদ ২.০০ (দুই কোটি) টাকা আদায় করা হয়েছে। হাইকোর্টে মামলা চলমান। মামলা নিষ্পত্তির পর ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে এনে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

মেটাল প্যাকেজেস লিঃ

১৩। **তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ এর উদ্ধারকৃত জমি:** সম্প্রতি উদ্ধারকৃত তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিমিটেড এর ৩২.০০ শতক জমিতে মিনারেল ওয়াটার (বোতলজাত পানি) প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৫ বছর পর মিরপুরস্থ তাবানী বেভারেজ-এর ৩২ শতক জমি উদ্ধার

মিনারেল ওয়াটার (বোতলজাত পানি) প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

১৪। **ট্রাস্ট আধুনিক হাসপাতাল:** চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা। মোট জমির পরিমাণ-১২.৩৭ একর। জেলা প্রশাসন, ঢাকার নামে রেকর্ডকৃত ৯.৬০ একর। অবশিষ্ট ২.৪৩৭ একর জায়গা বিভিন্ন জনের নামে রেকর্ড হয়েছে। ১২.০৩৭ একর জমির মধ্যে ১১.৩৫ একর জমিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার রয়েছে। অবশিষ্ট ৬৮ শতক জমি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। উক্ত জায়গায় ১০ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

বর্তমানে জরাজীর্ণ ট্রাস্ট আধুনিক হাসপাতাল

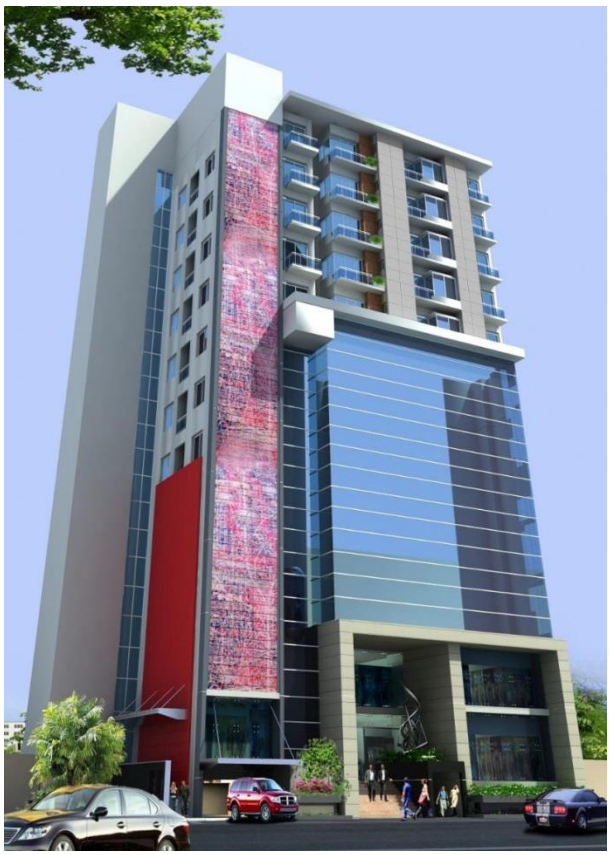

১০ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবনের প্রস্তাবিত নক্সা

১৫। **আবাসিক সিটি বিজয় নিকেতন (পুরাতন নামঃ পারুমা (ইস্টার্ণ) লিঃ):** ১২১ করিমুল্লাবাগ, পোস্তগোলা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৪.২৩ একর। পারুমা (ইস্টার্ন) লি: এর জায়গার চতুর্পাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে কাজ চলমান আছে। উক্ত জায়গায় আয়রন মার্কেট নির্মাণের জন্য প্রকল্প মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদন অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান।

১১ বছর পর অবৈধ দখল হতে উদ্ধারকৃত পারুমা (ইস্টার্ণ) লিঃ

আয়রন মার্কেট নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

গাজীপুর জেলা

১৬। ইউনাইটেড টোবাকো কোম্পানি লিঃ (ইউটিসি): বোর্ডবাজার, গাজীপুর। জমির পরিমাণ-১.১০৫০ একর। নির্বাহী কমিটির ৬৩তম সভায় ওয়্যারহাউস নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে অনুযায়ী ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ৯,৬৮,১০,৩৭৮/-টাকায় ৯৬৪৬ বর্গফুট বিশিষ্ট স্টিলের ০৩টি ওয়্যারহাউসের (২৮৯৩৮ বর্গফুট) নির্মাণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বর্তমানে ইউনাইটেড টোবাকো কোম্পানি লিঃ (ইউটিসি)

ওয়্যারহাউজ নির্মাণের অনুমোদিত নক্সা

১৭। **বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (হাইসল্স):** ১০২, টঙ্গী শিল্প এলাকা, গাজীপুর। জমির পরিমাণ-১.৭৭ একর। গত ১১/০৭/২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির ৬৩তম সভায় ওয়্যারহাউস নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে অনুযায়ী ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ১২,৭৮,০৯,৫৬৭/-টাকায় ১১,৪৭৮ বর্গফুট বিশিষ্ট স্টিলের ০৪টি ওয়্যারহাউসের (৪৫৯১২ বর্গফুট) নির্মাণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (হাইসল্স)

স্টিলের ওয়্যারহাউস নির্মাণের অনুমোদিত নক্সা

১৮। কুনিয়া মৌজার জমি, গাজীপুর: ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত। জমির পরিমাণ-২.৬৮ একর। ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ওয়্যার হাউজ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন

বর্তমানে কুনিয়া মৌজার জমি

স্টিলের ওয়্যারহাউস নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

চট্টগ্রাম জেলা

১৯। ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ: রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। জমির পরিমান-১০.০১ একর। অবৈধ দখলে থাকা সম্পূর্ণ জমি ৬ বছর পর ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

বনজঙ্গাল পরিষ্কারের পূর্বের ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

বনজঙ্গাল পরিষ্কারের পর বর্তমান ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

ভবিষ্যত পরিকল্পনা: মেরামত করে গোডাউন হিসেবে ভাড়া প্রদান।

২০। জয় বাংলা বাণিজ্যিক ভবন: (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) ৩৬ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-২৪.০৯ শতক। উক্ত জায়গায় শেয়ারিং পদ্ধতিতে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৯তলা (২বি+১৭) বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০২০ সালে নির্মাণাধীন জয়বাংলা বাণিজ্যিক ভবন

২০২৩ সালে নির্মাণ সম্পন্নের পর ১৯ তলা বিশিষ্ট জয়বাংলা বাণিজ্যিক ভবন

২১। টাওয়ার-৭১ (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা): ৭১ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-১৯.২৭ শতক। উক্ত জায়গায় শেয়ারিং পদ্ধতিতে ০৪টি বেইজমেন্টসহ ২৫ তলা (৪বি+২৫) বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

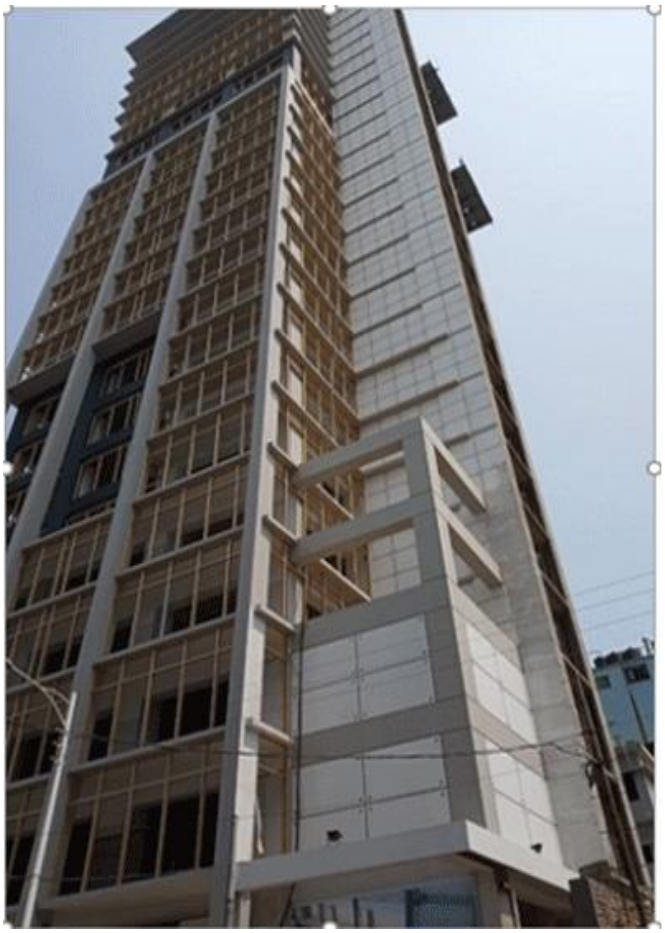

ডিসেম্বর ২০২০ সালে টাওয়ার-৭১

নির্মাণ সম্পন্নের পর ২৯ তলা বিশিষ্ট টাওয়ার-৭১ (বাংলাদেশের ১০ম উচ্চতম ভবন)

২২। মাল্টিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট: ২০, মোহরা শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-৫.০৬ একর। গত ০৮/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠানটি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গত ১৭/০৬/২০২৩খ্রি: তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। ওয়্যারহাউস ও কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের নির্দেশনা দিয়েছেন। নির্বাহী কমিটির ৬৩তম সভায়ও ওয়্যারহাউস ও কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে অনুযায়ী নক্সা ও প্রাক্কলন প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান।

বনজঙ্গলে জরাজীর্ণ মাল্টিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট

বনজঙ্গল পরিস্কারের পর মাল্টিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট

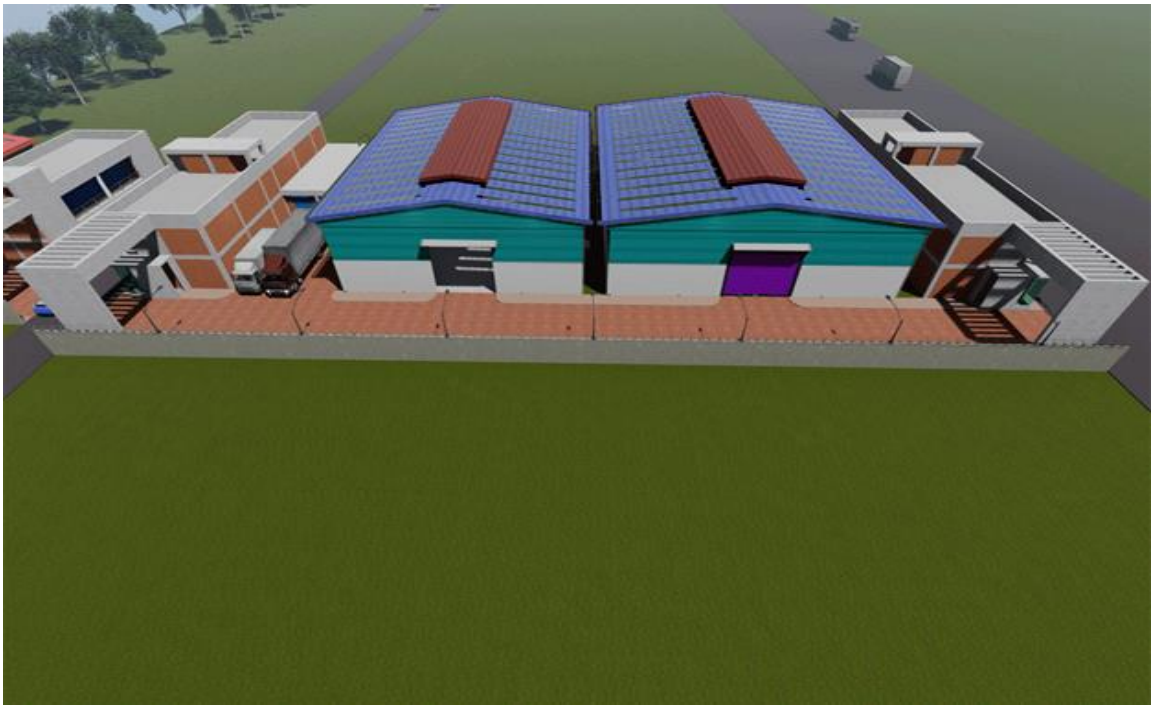

ওয়্যারহাউস নির্মাণের অনুমোদিত নক্সা

২৩। **বাক্সলি পেইন্টস লিঃ:** ২১৫-২১৬ নাসিরাবাদ শি/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-১.৯৩২৫ একর। উক্ত জায়গায় ০৬টি ওয়্যারহাউজের মধ্যে ০৬টি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করে ভাড়া দেয়া হয়েছে। আরও ২০টি দোকান ও ০২টি ওয়্যারহাউজের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০২০ সালে বাক্সলি পেইন্টস লিঃ

নবনির্মিত দোকান ও গোডাউন

২৪। দেলোয়ার পিকচার্স লিঃ: ১০৩৮ চট্টেশ্বরি রোড, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-৬৫.৯৯ শতক। গত ১১/০৭/২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির ৬৩তম সভায় নিজস্ব অর্থায়নে বহুতল ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবনের নক্সা ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান। জন্য

ভবনের বর্তমান অবস্থা

বহুতল ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত নক্সা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য

(ক) উৎসব ভাতা:

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০১/২০২২খ্রি: তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক সম্মানী ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত হারে ও শর্তে উৎসব ভাতাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ	উৎসব ভাতা (০২টি)	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধু জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রাপ্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা	শর্ত
০১	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	১০,০০০/-টাকা হারে	৫,০০০/-	২,০০০/-	
০২	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	৫,০০০/-	২,০০০/-	
০৩	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	-	২,০০০/-	
০৪	০৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ	মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ	-	২,০০০/-	১০,০০০/-টাকা হারে ২টি উৎসব ভাতা বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(খ) পঙ্গুত্বের মাত্রা অনুযায়ী সম্মানী ভাতা:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	**বিবরণ**	**শ্রেণি**	**সংখ্যা (জন)**	**মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার পরিমাণ**
০১	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	‘এ’ (পঙ্গুত্ব ৯৬% - ১০০%)	৫২	৪৫,০০০/-
		‘বি’ (পঙ্গুত্ব ৬১% - ৯৫%)	৭২১	৩৫,০০০/-
		‘সি’ (পঙ্গুত্ব ২০% - ৬০%)	২৭৩২	৩০,০০০/-
		‘ডি’ (পঙ্গুত্ব ০১% - ১৯%)	৩৩১৭	২৭,০০০/-
০২	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার		৫,১৬৮	৩০,০০০/-
০৩	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	বীরশ্রেষ্ঠ	৭	৩৫,০০০/-
		বীর উত্তম	৬৬	২৫,০০০/-
		বীর বিক্রম	১৭২	২০,০০০/-
		বীর প্রতীক	৪২৫	২০,০০০/-
		সর্বমোট	**১২,৬৬০**	

(গ) যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত, মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাব প্রাপ্ত ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

০১.	চিকিৎসা ভাতা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে চিকিৎসা ভাতা পেয়ে থাকেন;
০২.	খাদ্য ভাতা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে খাদ্য ভাতা পেয়ে থাকেন;
০৩.	সাহায্যকারী ভাতা	:	'এ' শ্রেণিভুক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সাহায্যকারী ভাতা পেয়ে থাকেন;
০৪.	উৎসব বোনাস ২টি (ইদ-উল-ফিতর ও আযহা)	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে উৎসব বোনাস পেয়ে থাকেন;
০৫.	মহান বিজয় দিবস ভাতা	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মহান বিজয় দিবস ভাতা পেয়ে থাকেন;
০৬.	বাংলা নববর্ষ ভাতা	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়ে থাকেন;
০৭.	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সন্তান বার্ষিক শিক্ষা অনুদান বাবদ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা পেয়ে থাকেন;
০৮.	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা/পুত্র)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতি সন্তান (কন্যা/পুত্র) বিবাহ বাবদ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা পেয়ে থাকেন;
০৯.	(ক) চিকিৎসা খরচ (দেশে)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা খরচ পেয়ে থাকেন;
১০.	(খ) চিকিৎসা খরচ (বিদেশ)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১১.	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	:	ঢাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে;
১২.	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন	:	প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মুজিবনগর দিবস পালন করা হয়;
১৩.	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করলে তার দাফন/সৎকার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ট্রাস্ট বহন করবে। নিজ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করলে তার মৃতদেহ ট্রাস্টের খরচে তার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হবে অথবা তার আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছায় তাদের নিকট হস্তান্তর করা অথবা অন্যত্র দাফন/সৎকার করা যায়। যার ব্যয়ভার নীতিমালা অনুযায়ী ট্রাস্ট বহন করেন;
১৪	পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৫.	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৬.	গ্যাস বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ০২ বার্নার গ্যাস বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;

১৭.	বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৮.	মোবাইল ফোন (হুইল চেয়ারধারী)	:	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলাকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদেয় মোবাইল ফোন ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ পেয়ে থাকেন;
১৯.	পরিচয়পত্র	:	২০% বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। পরিচয়পত্র প্রদর্শন করলে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রাপ্য হবেন: ক) ইহা পরিদর্শনপূর্বক রেলওয়ে, বিআরটিসি এর কোচ, বাস এবং জলযানে সর্বোচ্চ শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারবেন। (রেলওয়ে ও জলযানের ক্ষেত্রে কার্ডধারীর সাহায্যকারীও এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবেন)। খ) বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুটে (যাতায়াত) বছরে একবার এবং আর্ন্তজাতিক যে কোন রুটে (বিজনেস ক্লাসে) ভি.আই.পি লাউঞ্চ ব্যবহারসহ বিনা ভাড়ায় বছরে (যাতায়াত) দুইবার ভ্রমণ করতে পারেন। গ) ইহা প্রদর্শনপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহারকারী গাড়ী সকল ফেরী এবং ব্রীজে টোল ফ্রি চলাচল করতে পারবেন এবং ফেরিতে ভিআইপি কেবিন ব্যবহার করতে পারন; ঘ) পর্যটন কর্পোরেশন হোটেল/মোটেলে বিনা ভাড়ায় দুই রাত বছরে একবার এবং জেলা পরিষদের ডাক বাংলো ও সার্কিট হাউজে স্ব-পরিবারে ৭২ ঘন্টা থাকতে পারেন;
২০.	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাট ও দোকান নির্মাণ সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(ঘ) রেশন সুবিধা:

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ পরিবার ও অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হয়। মাসিক রেশন সামগ্রী প্রাপ্যতার হার নিম্নরূপ:

রেশন সামগ্রীর নাম	১ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	২ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	৩ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)	৪ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)
চাউল সিদ্ধ/আতপ	১১	২০	৩০	৩৫
আটা	১২	২০	২৫	৩০
চিনি	১.৭৫	৩	৪	৫
ভোজ্য তেল	২.৫	৪.৫	৬	৮
ডাল	৩.৫	৫.৫	৭	৮

বি:দ্র: যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে ১-১-১৯৭৩ হতে ৩০-১১-১৯৮৭ পর্যন্ত দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩১-১২-১৯৮৭ হতে ২২-১০-২০০১ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সন্মানি ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ছাত্র-বৃত্তি প্রদানে ট্রাস্টের সাফল্য

(ছ) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান: বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি নীতিমালা-২০১২ এর আওতায় প্রতিবছর ৬০০ জনকে নিম্নরূপহারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে:

ক্র: নং	শিক্ষার ধরণ	মেয়াদকাল	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ (মাসিক হার)	পূর্বে ছাত্রবৃত্তি তহবিলে স্থিতি (৩১-১২-২০২০খ্রি:)	বর্তমানে ছাত্রবৃত্তি তহবিলে স্থিতি
০১	সাধারণ শিক্ষা	০৫ (পাঁচ) বছর	৩,০০০/-	৪৩,১৮,২৬,৭৬১/-(তেতাল্লিশ কোটি আঠারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত একষটি) টাকা	১৫২,৬৬,৩৮,৫০৩/-(একশত বায়ান্ন কোটি ছেষট্টি লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত তিন) টাকা।
০২	ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং	০৫ (পাঁচ) বছর	৩,৫০০/-		
০৩	পিএইচডি	০৩ (তিন) বছর	৪০,০০০/-		

এছাড়াও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নিহত ও গুরুতর আহত সদস্যদের পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র/ছাত্রী বৃত্তি" প্রদানের জন্য ১,৫০,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে ১৫,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়েছে।

ট্রাস্টের-২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের বিবরণী

(আয়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	এফডিআর'র সুদ	২৩,১৮,৯৫,৯০৫/-
২।	এসটিডি হিসাবের উপর প্রাপ্ত সুদ	৫,৫৫,০০,০০০/-
৩।	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাড়া	২২,১৯,৫৭,৩৩৯/-
৪।	বিবিধ আয়	৮৬,৫৬,৪৮১/-
	মোট আয়	**৫১,৮০,০৯,৭২৫/-**

ব্যয়:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	বেতন-ভাতাদি (সকল প্রতিষ্ঠানসহ)	১৪,৬৮,৭৪,০০০/-
২।	প্রশাসনিক ব্যয় (টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, ওভারটাইম, আনসারদের বেতন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আপ্যায়ন, কল্যাণ ব্যয় ইত্যাদি)	৫,০৭,২২,৪৯৬/-
৩।	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি	৫,৯১,৬০,০০০/-
	মোট ব্যয়	২৫,৬৭,৫৬,৪৯৬/-
	নিট মুনাফা (ছাব্বিশ কোটি বারো লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার দুইশত উনত্রিশ টাকা)	**২৬,১২,৫৩,২২৯/-**

ব্যাংক ঋণ মওকুফ

ক্রঃ	বিবরণ	মওকুফ/পরিশোধ	মন্তব্য
১।	উদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় ট্রাস্টের নিকট রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বাবদ পাওনার বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রম	স্বাধীনতা পূর্ব ব্যাংক ঋণের সুদাসল বাবদ ৭৩.০৮ কোটি টাকা এবং স্বাধীনতা উত্তর ব্যাংক ঋণের সুদ বাবদ ৫৩.৩২ কোটি টাকা মোট (৭৩.০৮+৫৩.৩২) = ১২৬.৪০ কোটি টাকা মওকুফ করা হয়।	বর্তমানে ট্রাস্ট ব্যাংক ঋণ মুক্ত।
২।	ট্রাস্টের ৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর জনিত সার্ভিস বেনিফিট সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম	বকেয়া ১.৬৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।	

১৯৭২-জুন ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

ক্রঃ	বিবরণ	আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোট টাকায়)
(১)	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ ০২টি চালু প্রতিষ্ঠান ও ১৮টি বন্ধ প্রতিষ্ঠানের (১৯৭২-২০২২ সন পর্যন্ত) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	৫,৬৮২ টি	৯০৮.১৪ টাকা
(২)	১৯৭২ থেকে জুন-২০২৩ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে	৫,৫৪৪ টি	৪৯৮.৭১ টাকা।
(৩)	৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	১৩৮ টি	৪০৯.৪৩ টাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

(কোটি টাকায়)

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		অবশিষ্ট অডিট আপত্তি/		মন্তব্য
সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	
৫৫৭	৪০১.৩৫	১৮	১৭৬.২২	৪৩৭	১৬৮.১৪	১৩৮	৪০৯.৪৩	

অনলাইনের মাধ্যমে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি ও চিকিৎসা বিল

ক্রঃ	বিবরণ	মন্তব্য
(১)	এপ্রিল ২০১৩ থেকে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা 'অনলাইন ব্যাংকিং' এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে এ বিলের জন্য যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় যাতায়াত কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
(৩)	চিকিৎসা বিলের অর্থ চেকের পরিবর্তে 'অনলাইন ব্যাংকিং' এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের আইডি কার্ড প্রদান

আইডি কার্ড ইস্যুর বছর	ইস্যুকৃত কার্ডের সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০-২০১১	১১৫৭ টি	
২০১১-২০১২	৭৫২ টি	
২০১২-২০১৩	১৩২ টি	
২০১২-২০১৩	১২ টি	বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার
২০১৩-২০১৪	৬২ টি	
২০১৪-২০১৫	৭০ টি	
২০১৫-২০১৬	৮৫ টি	
২০১৬-২০১৭	৩০০ টি	
২০১৭-২০১৮	৩০০ টি	
২০১৮-২০১৯	২০০ টি	
২০১৯-২০২০	৩৫০ টি	
২০২০-২০২১	২৪ টি	
২০২১-২০২২	৩২ টি	
২০২২-২০২৩	৪৫ টি	

চিকিৎসা ব্যয়

অর্থবছর	প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয়
২০১০-২০১১	৯৬,৮৪,০০০/-
২০১১-২০১২	১,৪৩,১৭,০০০/-
২০১২-২০১৩	১,৬৬,২৭,০০০/-
২০১৩-২০১৪	২,২৭,৪৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	২,০০,৪৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	২২,৬৭,০০০/-
২০১৬-২০১৭	১,৮৪,০০,০০০/-
২০১৭-২০১৮	৩,৫৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৩৮,০০,৭০০/-
২০১৯-২০২০	৩,৭২,০৫,০০০/-
২০২০-২০২১	৩,৭২,০৫,০০০/-
২০২১-২০২২	৩,৯৫,২০,০০০/-
২০২২-২০২৩	৪,৭৯,৭৫,০০০/-

সেবা সহজীকরণ

- TMIS সফটওয়ার প্রস্তুত করে ভাতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ (মাস্টার সফটওয়ার)
- বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদানের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্তদের অনলাইন ডাটাবেইজ চালু করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা সিট তৈরির সফটওয়ার প্রস্তুত চলমান।
- হটলাইন সেবা চালু করা হয়েছে (হটলাইন নং ১৬১৭১)
- রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগীদের ডিজিটাল ফাইল রেজিস্টার সফটওয়ার প্রস্তুত চলমান।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরাধিকারীদের ১৬ প্রকার সেবা দিনে দিনে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তি

গত ০২ বছরে ট্রাস্টের জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ

ক্রম	কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি	আদালত ও মামলা নং	কোন তারিখে নিষ্পত্তি হয়
১.	নারায়ণগঞ্জ ডালপট্টি এলাকার ১.১১ একর জমির মধ্যে ৩৬.৪৫ একর জমি জনৈক বারেক মোল্লা হতে ক্রয়সূত্রে মালিকানা দাবি করে ১৯৮৬ সনে এ মামলা দায়ের করে। ১৯৯২ সনে নিম্ন আদালতে বাদির পক্ষে রায় হয়। রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাস্ট আপিল করে।	ক) সাব জজ আদালত, নারায়ণগঞ্জ দেঃ মোঃ নং-১২/৮৬ বাদি শাহাবুদ্দিন গং খ) ১ম আপিল ১৫/৯২ মাননীয় হাইকোর্ট	নিম্ন আদালতে ১৯৯২ সনে ট্রাস্টের বিপক্ষে রায় হয়। ট্রাস্টের দায়েরকৃত মাননীয় হাইকোর্টের আপিল মামলাটি দীর্ঘদিন পর শুনানি করে গত ১৮-০১-২০২১ খ্রি: তারিখে নিষ্পত্তি করা হয় এবং ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়।
২.	(ক) ট্রাস্ট মালিকানাধীন নারায়ণগঞ্জস্থ ডালপট্টি এলাকার ১.১১ একর জায়গার ভাড়াটিয়া মেসার্স কামাল ট্রেডিং হতে দখল স্বত্ব ক্রয় করেছেন মর্মে মো. ফারুক হোসেন রিপন বর্ণিত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করেন। (খ) ট্রাস্ট স্থিতিবস্থার আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জর্জ আদালত, নারায়নগঞ্জে মিস আপিল দায়ের করা হয়।	ক) দেওয়ানি মোকদ্দমা নং-২৮/২০২০ সিনিয়র সহকারী ৪র্থ আদালত, নারায়ণগঞ্জ খ) মিস আপিল নং-২৪/২০২২ জেলা জজ আদালত, নারায়ণগঞ্জ	(ক) সহকারী জর্জ আদালত স্থিতিতাবস্থার আদেশ দেয়। (খ) আপিল মামলাটি গত ২৮-০৭-২০২২ খ্রি: তারিখে ট্রাস্টের পক্ষে মঞ্জুর হয়। অর্থাৎ ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়।
৩.	মোহাম্মদপুরস্থ গজনবি রোডের মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ এ ৩টি শো-রুম ভাড়া প্রদানের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করলে মুক্তিযোদ্ধাগণ বর্ণিত মামলাটি দায়ের করেন।	হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং-১০৬৫৯/২০১৫	রিট মামলাটি গত ২০-০১-২০২১ খ্রি: তারিখে খারিজ হয়। ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়। ফলে শো-রুম ০৩টি ভাড়া দেয়া হয়।
৪.	১/৬ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর ২০.২০ একর জমির উপর দখলজনিত স্বত্ব ঘোষণা, এজমালী সম্পত্তি বন্টন ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য ২০২২ সনে মোকদ্দমা দায়ের করেন।	দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-০৭/২০২২, যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকা।	বাদির নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত ১০-০২-২০২২ খ্রি: তারিখে না মঞ্জুর হয়। ট্রাস্টের পক্ষে আদেশ হয়। জায়গা হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে গত ১৭-০৮-২০২২ খ্রি: তারিখে ডেভেল পারকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

৫.	ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ-এর মিনি মার্কেটের ০৪.৮০ শতক জমির মহানগর জরিপের রেকর্ড ট্রাস্টের নামে না হওয়ায় তা সংশোধনের জন্য ২০০৮ সনে ট্রাস্টের পক্ষে মামলা দায়ের করা হয়।	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালত, ঢাকা দেওয়ানি মোকদ্দমা নং-৭১০/২০০৮	উক্ত মামলাটি শুনানি শেষে গত ০২-০৩-২০২১ খ্রি: তারিখে ট্রাস্টের পক্ষে রায় ও ডিক্রি হয়।
৬.	ইস্টার্ণ কেমিক্যাল লি:-এর ১০.০১ একর জমি কাজী জাকির হোসেন পার্টনার্স এর পক্ষে জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনের নিকট অস্থায়ী ভিত্তিতে মাসিক ২.০০ লক্ষ টাকায় তিন বছর মেয়াদে ভাড়া দেয়া হয়। কিন্তু ভাড়াটিয়া ০৮/১১/২০২১ খ্রি: তারিখে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করেন। কিন্তু মাননীয় আদালত কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই ৪নং বাদি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রচার করেন।	ক) সিনিয়র সহকারী জজ রাঙ্গুনিয়া আদালত, চট্টগ্রাম অপর মামলা-৯৬৬/২০২১	১৮-০৫-২০২২খ্রি: তারিখে অবৈধ ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করে জায়গা ট্রাস্টের দখলে নেয়া হয়।
	(খ) উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালত, চট্টগ্রাম আপিল দায়ের করেন।	খ) মিস আপিল ৯৬/২০২২ জেলা জজ আদালত, চট্টগ্রাম	আপিল মামলাটি শুনানি শেষে গত ১৭-০৪-২০২২ খ্রি: তারিখে ট্রাস্টের পক্ষে আদেশ হয়।
৭.	বর্ণিত জায়গাটি গত ১৮/০৫/২০২২ খ্রি: তারিখে চট্টগ্রামস্থ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ভাড়াটিয়া দাবিদার মেসার্স জাকির হোসেন পার্টনার্স ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন ৬৬৪২/২০২২ দায়ের করেন। মাননীয় হাইকোর্ট ১৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে ০৬(ছয়) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করেন।	ক) মাননীয় হাইকোর্ট রিট পিটিশন নং-৬৬৪২/২০২২	-
	(খ) উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাস্ট আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের করেন ।	খ) ট্রাস্টের পক্ষে আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল নং-২২৫১/২০২২ দায়ের করা হয়।	আপিল মামলাটি চেম্বার জজ আদালতে শুনানিঅন্তে গত ১৭-০৮-২০২২ খ্রি: তারিখে ট্রাস্টের পক্ষে আদেশ প্রদান করেন।

৮	রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেটের ৩.৮২ একর জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৪তম সভার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে ভবন নির্মাণের জন্য ডেভেলপারের প্রাক-যোগ্যতা নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩১/০৫/২০১১ খ্রি: তারিখে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।	দোকানদার সমিতি কর্তৃক মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৫৩৫৩/২০১১ দায়ের করে তার কার্যক্রম স্থগিত রাখে।	দীর্ঘদিন পর মামলাটি শুনানিঅন্তে গত ১৫-০২-২০২৩ খ্রি: তারিখে খারিজ করে ট্রাস্টের পক্ষে রায় হয়।
৯	হরদেও গ্লাস ওয়ার্কস এর অফিস বাড়ির ২৬.৯৫ শতাংশ জমি শেয়ারিং পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ডেভেলপার আল মদিনার সাথে চুক্তি করা হয়।	উক্ত স্থানে বসবাসকারী প্রাক্তন গাড়ি চালক আব্দুল বারেক মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১৫৬৮০/২০১৮ রুজু করে স্থগিত আদেশ লাভ করেন।	উক্ত মামলাটিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক শুনানি করে গত ১১/১২/২০২২ খ্রি: তারিখে শুনানিঅন্তে মাননীয় হাইকোর্ট মামলাটি খারিজ করেন। ট্রাস্টের পক্ষে রায় দেন। জায়গাটি খালি করে ডেভেলপারকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।
১০	ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান তেজগাঁওস্থ মেটাল প্যাকেজেস লিঃ এর ২.০০ একর জমির লিজ গ্রহীতাকে উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের জন্য পত্র দেয়া হয়।	লিজ গ্রহীতা মেসার্স পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃকে উচ্ছেদের পত্র দেওয়া হলে তা চ্যালেঞ্জ করে মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১১৭৮৪/২০২২ দায়ের করেন।	লিজ গ্রহীতা ১৯৯৫ সাল হতে অদ্যাবধি কোন ভাড়া প্রদান করেন নাই। রিট মামলাটিতে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মাননীয় হাইকোর্ট বকেয়া ভাড়া বাবদ ৪.৬৩ কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেন। লিজি ইতোমধ্যে ২.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন।

৭ বীরশ্রেষ্ঠ